

সূরা ১০৫ : ফীল, মাক্কী

১০৫ - سورة الفيل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٥، رُكُوعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাব্ব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন?	١. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
(২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?	٢. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
(৩) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন	٣. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
(৪) যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল।	٤. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
(৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।	٥. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

আল্লাহ তা'আলা যে কুরাইশের উপর বিশেষ নি'আমাত দান করেছিলেন, এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : যে বাহিনী হস্তি সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহ ধ্বংস করে ওর নাম নিশানা (অস্তিত্ব) মুছে ফেলার জন্য অভিযান চালিয়েছিল, তারা কা'বা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নস্যাৎ করে

দিয়েছিলেন। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিষ্কিণ্ত হয়। তারা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঈসার (আঃ) দীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। তথাপি তারা মূর্তিপূজক কুরাইশদের চেয়ে সত্যধর্ম ইসলামের কাছাকাছি ছিল। তাদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং তৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বাভাস এবং তাঁর আগমনী সুসংবাদ। ঐ বছরই তাঁর জন্ম হয় বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন : হে কুরাইশের দল! আবিসিনিয়ার (হাবশের) ঐ বাহিনীর উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য ছিলনা, আমি আমার প্রাচীন গৃহ রক্ষার জন্যই ঐ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত সর্বশেষ নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদের নাবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করব যে হবে সর্বশেষ নাবী।

### হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মোট কথা, আসহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। বিস্তারিত বর্ণনা **أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ** এর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াস, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলিমদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐ সব মুসলিম ছিল ঈসার (আঃ) সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যু সালাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে চিঠি লিখে পাঠান যে, তিনি যেন দাউস যু সালাবানকে সাহায্য করেন। সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইব্ন ইরবাত ও আবরাহা ইব্ন সাহাব আবু ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যুনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

এ সৈন্যদল ইয়ামানে পৌঁছল এবং ইয়ামান ও সেখানকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। যুনুয়াস পালিয়ে যায় এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। যুনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামান হাবশের বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামানে প্রশাসক হিসাবে শাসনকার্য চালাতে লাগল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। অবশেষে উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু দিন পর উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল : ‘অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চল আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামান এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে।’ এ কথা অনুযায়ী উভয়ে মাইদানে অবতীর্ণ হল। তাদের উভয়ের পিছনে পানি-প্রবাহিত পরিখা খনন করা হল যাতে কেহ পালিয়ে যেতে না পারে। আমীর ইব্ন ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার শরীর রক্তাক্ত করে ফেলল। নাক, ঠোঁট এবং মুখমন্ডলের বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার রক্ষী আতৃদাহ্ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হল এবং সে ইয়ামানের শাসনকর্তা হয়ে বসল।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ত্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন : ‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব।’ আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং এক দূতকে নানা প্রকারের মূল্যবান উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামানের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রেখে ওর মুখ বন্ধ করে দিল। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল : ‘ইয়ামানের মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের শপথ পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!’ এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামানের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল : ‘আমি ইয়ামানে আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা তৈরি করছি যে, এরকম গীর্জা ইতোপূর্বে পৃথিবীতে

কখনো তৈরী হয়নি।’ অতি যত্ন সহকারে নক্সা খচিত খুবই ময়বুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হল। ঐ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরাববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল ‘কালীস’ অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এরপর আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ যেমন কা’বায় হাজ্জ করে তেমনি ঐ গীর্জায় গিয়ে হাজ্জ করবে। সারা ইয়ামানে সে এটা ঘোষণা করে দিল। কিন্তু আরাবের আদনান ও কাহতান গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট হল। বিশেষ করে কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হল। অল্প কয়েকদিন পরে তাদের এক ব্যক্তি সেখানে চলে যায় এবং রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে আসে। পর দিন প্রহরীরা এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠালে এবং আবরাহা এ অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে, তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলেই এ কাণ্ড তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ শপথ করে বলল : ‘আমি মাক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং কা’বা ঘরের একটির পর একটি ইট খুলে ফেলব।’

মুকাতিল ইব্ন সুলাইমানের (রহঃ) বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরাইশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধসে পড়েছিল। অতঃপর ত্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল যাদের প্রতিরোধ করার সাহস কেহ করছিলেন। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। ঐরূপ হাতী ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ। বাদশাহ নাজাশী মাক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতীটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতী নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বাইতুল্লাহর খুঁটিতে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতীর গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধসিয়ে দিবে। মাক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। যে কোন অবস্থায় এর মুকাবিলা করে কা’বাকে রক্ষা করার তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

যু নফর নামক ইয়ামানের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক প্রতিপত্তিশালী আরাবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত

আবরাহার মুকাবিলা করলেন। যু নফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। যু-নফরকে বন্দী করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মাক্কার পথে অগ্রসর হল। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইব্ন হাবীব খাশআমী তার গোত্রের সাথে শাহরান ও নাহিস গোত্রের একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাঁরাও আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েল ইব্ন হাবীবকেও যু-নফরের মত বন্দী করা হল। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু পরে মাক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে সাকীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাভ মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা।

সাকীফ গোত্র আবু রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য আবরাহার সঙ্গে দিল। মাক্কার কাছে মুগামাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল। আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে মাক্কাবাসীদের বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিল। ঐ পশুগুলির দখলকারীদের নেতার নাম ছিল আসওয়াদ ইব্ন মাফসুদ। এগুলোর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরাবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল। সীরাতে ইব্ন ইসহাকে ঐ কবিতার উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হিমাইরীকে বলল : তুমি কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো এবং ঘোষণা করে দাও : আমরা মাক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মাক্কাবাসীরা যদি কা'বাঘর রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মাক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশেমই মাক্কার বড় নেতা। হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেন : 'আল্লাহর শপথ!

আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও নেই।’ ইহা আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) জীবন্ত স্মৃতি। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযাত নিজেই করবেন। অন্যথায় তাঁর ঘরকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই।’ হানাতাহ তখন তাঁকে বলল : ‘ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন।’

আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহাহর কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করল। সে তার দোভাষীকে বলল : তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কি চান? আবদুল মুত্তালিব জানালেন : ‘বাদশাহ আমার দু’শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি।’ বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বলল : প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু’শ উটের জন্য আপনার এত চিন্তা! অথচ নিজের ও পূর্ব পুরুষের ধর্মের জন্য কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের ইবাদাতখানা কা’বা ধ্বংস করে ধূলিসাৎ করতে এসেছি।’

এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেন : ‘উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা’বাগৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন।’ তখন ঐ নরাধম বলল : ‘আজ কেহই কা’বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেননা।’ এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন : ‘তাহলে তা’ই করুন।’

এও বর্ণিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিবসহ মাক্কার জনগণ তাদের ধন সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাযী হয়নি। মোট কথা, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে এলেন এবং তিনি মাক্কাবাসীদেরকে বললেন : ‘তোমরা মাক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও এবং সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও।’ তারপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা’বা গৃহে গিয়ে কা’বার দরজার

আংটা ধরে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্য আবদুল মুত্তালিব নিম্নলিখিত দু'আ করেছিলেন :

‘আমরা নিশ্চিত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযাত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয় এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই আপনি তা বাস্তবায়ন করুন।’ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন : অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের কড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মুকাতিল ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, একশ'টি পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে বেঁধে রাখেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা অবৈধভাবে পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে প্রতিশোধ হিসাবে আল্লাহর গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে।

পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মাক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ আয়োজন করল। বিশেষ হাতী মাহমুদকে সজ্জিত করা হল। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইব্ন হাবীব তখন মাহমুদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন : ‘মাহমুদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও। তুমি আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছ।’ এ কথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং পালিয়ে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। মাহমুদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলনা। হাতীটির মাথায় কুঠার, বল্লম ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। পরীক্ষামূলক ভাবে ইয়ামানের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পূর্বদিকে চালানোর চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, অতঃপর মাক্কার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালানোর চেষ্টা করতেই সে বসে পড়ল।

এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মত সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলি আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দুই পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের ঐটুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাই এর সমান। পাখিগুলি কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সে'ই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল, আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকেই পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশ ও আরাবদের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু আবরাহা ও তার সৈন্যদের উপর যে গযব নাযিল করেছেন সেই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন :

‘এখন তাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন! শোন! দুর্বৃত্ত আশরাম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।’

ইব্ন ইসহাক বলেন যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল তার কবিতায় আরও বলেন : ‘হাতী ওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাসসাব প্রান্তরে তাদের উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো আমাদের উপরও ঐ কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে।’

‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করার সময় আঘাত করা হয়নি, বরং তাদের কেহ কেহ আক্রমণের সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যরা ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একটির পর একটি অংগ প্রত্যংগ ধ্বংস হয়েছিল। নরাধম আবরাহা ছিল তাদেরই একজন যার অঙ্গগুলি একটির পর



একটি খসে পড়ে যাচ্ছিল এবং অবশেষে ‘খাশাম’ এলাকায় তার ভবলীলা সাজ হয়। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, তারা মাক্কা হতে পর্যুদস্ত হয়ে পথে ঘাটে ও জলাশয়ের কাছে মৃত্যু বরণ করে। আবরাহার শরীরে পাথর কণার আঘাতের ফলে প্লেগ জাতীয় রোগ দেখা দেয়, তার সেনাবাহিনীর লোকেরা তাকে তাদের সাথে সানা নিয়ে যায় এবং পথিমধ্যে তার এক একটি অংগ খসে খসে পড়ছিল। যখন সে ‘সানা’ পৌঁছে তখন তার শরীরকে মনে হচ্ছিল একটি মাংস পিণ্ড। এরপর তার কলিজা ফেটে যায় এবং কুকুরের মত ছটফট করতে করতে মারা যায়।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথে সাথে অসংখ্য নি‘আমাতসমূহ প্রদান করেন। তাঁর উপস্থিতির কারণে, অনেক অপরাধ করা সত্ত্বেও মাক্কার কুরাইশদের সেখানে কিছু কালের জন্য বসবাস করার সুযোগ প্রদান করেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.  
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  
مَّاكُولٍ

‘তুমি কি দেখনি যে, তোমার রাক্ব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকূল প্রেরণ করেছিলেন যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।’ তিনি আরও বলেন :

لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ. آِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا  
الْبَيْتِ الَّذِىْ اَطَعْتَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَّءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের, অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

(সূরা কুরাইশ, ১০৬ : ১-৪) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাগ্যে দুরাবস্থার সৃষ্টি করবেননা, বরং তাদের ভালাই চান যদি তারা তাঁর দা'ওয়াত কবুল করে।

ইব্ন হিশাম (রহঃ) বলেন, আবাবিল হল পাখির একটি দল, আরাবরা একক পাখির বেলায় এ শব্দ ব্যবহার করেনা। তিনি আরও বলেন, যেমন ইউনুস আন নাহবী (রহঃ) এবং আবু ওবাইদাহ (রহঃ) 'আস সিজ্জিল' সম্পর্কে তাকে বলেন : উহা হল এক ধরনের বস্তু যা শক্ত এবং ময়বূত। তিনি আরও বলেন, কোন কোন ব্যাখ্যাকারক উল্লেখ করেছেন যে, আসলে এটির মূল হল দু'টি ফার্সি শব্দ যা আরাবরা একত্র করে একটি শব্দ তৈরী করেছে। ঐ শব্দ দু'টি হল 'সানজ' এবং 'জিল' যার অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে পাথরের টুকরা এবং মাটি। তিনি আরও বলেন যে, 'আল আসফ' হল শয্য ক্ষেতের শুকনা পাতাসমূহ যাদের এক একটিকে বলা হয় 'আসফাহ'। (ইব্ন হিশাম ১/৫১-৫৬)

হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) আসীম (রহঃ) হতে তিনি জিরর (রহঃ) হতে, তিনি আবদুল্লাহ (রহঃ) এবং আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, طَيْرًا أَبَابِيلَ এর অর্থ হচ্ছে পাখির একটি দল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, 'আবাবিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি দলকে অন্য একটি দলের অনুসরণ করা। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, 'আবাবিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেক। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এই শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক দল। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, ঐ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে আসা দলসমূহ। (তাবারী ২৪/৫০৫, ৫০৬)

ওবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, طَيْرًا أَبَابِيلَ ছিল এক ধরনের কালো সামুদ্রিক পাখি যাদের ঠোটে ও নখে ছিল পাথরের টুকরা। (তাবারী ২৪/৬০৭) এর বর্ণনাক্রম সহীহ। ওবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন হস্তিবাহিনীর লোকদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন তখন সমুদ্র তীর হতে দ্রুতগামী পাখি (আবাবিল) প্রেরণ করেন। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরা

বয়ে এনেছিল, দু'টি দুই পায়ে এবং একটি তাদের ঠোটে করে। হস্তি বাহিনীর প্রত্যেকের মাথার উপর একটি পাখি সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান না করা পর্যন্ত তারা আসতেই থাকে। অতঃপর এক বিকট চিৎকার করে তাদের পায়ে ও ঠোটে যে পাথরের টুকরা ছিল তা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ... এভাবে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ পাখিগুলির চঞ্চু ছিল পাখির মত এবং নখ ছিল কুকুরের মত। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সবুজ রংয়ের ঐ পাখিগুলি সমুদ্র হতে বের হয়ে এসেছিল। ওগুলির মাথা ছিল জন্তুর মত। যার মাথায় ঐ কংকর পড়ছিল তা তার পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। একই সাথে ঐ ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রবল বাতাস বইতে লাগল। এর ফলে আশে পাশের বালুকণা এসে তাদের চোখে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে ঘায়েল করে ফেলল।

**عَصَف** এর অর্থ হল ভূষি এবং **مَأْكُول** অর্থ হল ভক্ষিত বা টুকরা টুকরা কৃত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শস্যদানার উপরের ভূষিকে **عَصَف** বলা হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, **عَصَف** হল ক্ষেতের শস্যের ঐ পাতা যেগুলো পশুরা খেয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তছনছ করে দিলেন এবং সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কোন কল্যাণই তারা লাভ করতে সমর্থ হলনা।

আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসূ ইয়ামানের শাসনভার গ্রহণ করল। তারপর তার অন্য ভাই মাসরুক ইব্ন আবরাহা সিংহাসনে আরোহন করল। এ সময়ে যুইয়াযান হুমাইরী কিসরার (পারস্য সম্রাট) কাছে গিয়ে হাবশীদের কবল থেকে ইয়ামানকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল। কিসরা সাইফের সাথে একদল বাহাদুর সৈন্য পাঠালো। সেই সৈন্যদল হাবশীদেরকে পরাজিত করে আবরাহার বংশধরদের কবল থেকে ইয়ামানের শাসনক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতঃপর হুমাইরীয়া গোত্র ইয়ামান শাসন করতে থাকে। আরাবের লোকেরা এই উপলক্ষে উৎসব পালন করে। চারদিক থেকে হুমাইরীয়া গোত্রের বাদশাহকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সূরা ফাতহর তাফসীরে আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি টিলার উপর উঠেছিলেন। সেখান থেকে কুরাইশদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দীষ্টি সেখানে বসে পড়েছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) বহু চেষ্টা করেও উদ্দীষ্টকে উঠাতে পারলেননা। তখন তাঁরা বললেন যে, উদ্দীষ্টি (আল কাসওয়া) ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “না, সে ক্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার অভ্যাসও নয়। তাকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি হাতীকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মাক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সেই শর্তেই তাদের সাথে সন্ধি করব। তবে আল্লাহর অমর্যাদা হতে পারে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হবনা।” তারপর তিনি উদ্দীষ্টকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দাঁড়াল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা মাক্কার উপর হাতীওয়ালাদের আধিপত্য বিস্তার করতে দেননি, বরং তিনি তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঈমানদার বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। জেনে রেখ যে, মাক্কার মর্যাদা আজ ঐ অবস্থায়ই ফিরে এসেছে যে অবস্থায় গতকাল ছিল। সুতরাং প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (খবর) পৌঁছে দিবে।’ (ফাতহুল বারী ১/২৪৮, মুসলিম ২/৯৮৮)

সূরা ফীল এর তাফসীর সমাপ্ত।